secular site for Atheists, Agnostics, free-thinkers, rationalists, skeptics, humanists and brights of Bangladesh and other south Asian countries.

যুক্তিবাদী দিবসের বিশেষ রচনা

হিন্দু , না ওরা মুসলিম?

–কাজী নজরুল ইসলাম

একদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সংগে আলোচনা হচ্ছিল আমার, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে। গুরুদেব বললেনঃ *দেখ, যে ন্যাজ বাইরের, তাকে কাটা যায়, কিন্তু ভিতরের ন্যাজকে কাটবে কে?* হিন্দু-মুসলমানের কথা মনে উঠলে আমার বারে বারে গুরুদেবের ঐ কথাটাই মনে হয়।সংগে সংগে এ প্রশ্ন ও উদয় হয় মনে, যে এ-ন্যাজ গজালো কি করে?এর আদি উদ্ভব কোথায়?ঐ সংগে এটা ও মনে হয়, ন্যাজ যাদেরই গজায়- তা ভিতরেই হোক আর বাইরেই হোক- তারাই হয়ে ওঠে পশু। যে সব ন্যাজওয়ালা পশুর হিংস্রতা সরল হয়ে বেরিয়ে আসে বাইরে- শৃংগরূপে, তাদের তত ভয়ের কারণ নেই, যত ভয় হয় সেই সব পশুদের দেখে- যাদের হিংস্রতা ভিতরে, যাদের শিং মাথা ফুটে বেরোয়নি। শিং ওয়ালা গরু-মহিষের চেয়ে শৃংগহীন ব্যাঘ্র-ভল্লুক জাতীয় পশুগুলো বেশি হিংস্র- বেশী ভীষণ। এ হিসেবে মানুষ ও পড়ে ঐ শৃংগহীন বাঘ-ভালুকের দলে। কিন্তু, বাঘ-ভালুকের তবু ন্যাজটা বাইরে, তাই হয়তো রক্ষে। কেননা, ন্যাজ আর শিং দুই-ই ভেতরে থাকলে কি রকম হিংস্র হয়ে উঠতে হয়, তা হিন্দু-মুসলমানের ছোরা-মারা না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না।যে প্রশ্ন করছিলাম, এই যে ভেতরের ন্যাজ, এর উদ্ভব কোথায়? আমার মনে হয় টিকিতে ও দাড়িতে। টিকিপুর ও দাড়ি- স্থানই বুঝি এর আদি জন্মভূমি। পশু সাজবার মানুষের একি *'আদিম'* দুরন্ত ইচ্ছা। ন্যাজ গজাল না বলে তারা টিকি দাড়ি জন্মিয়ে যেন সান্ত্বনা পেল।

সেদিন মানব-মনের পশু-জগতে না জানি কী উৎসবের সাড়া পড়েছিল, যে দিন ন্যাজের বদলে তারা দাড়ি-টিকির মত কোন কিছু একটা আবিষ্কার করলে।মানুষের চিরন্তন আত্নীয়তাকে এমনি করে বৈরিতায় পরিণত করা হল দেওয়ালের পর দেওয়াল খাড়া করে। ধর্মের সত্যকে সওয়া যায়,কিন্তু শাস্ত্র যুগে

যুগে অসহনীয় হয়ে উঠেছে বলেই তার বিরুদ্ধে যুগে যুগে মানুষ ও বিদ্রোহ করেছে। হিন্দুত্ব মুসলমানত্ব দুই সওয়া যায়, কিন্তু তাদের টিকিত্ব দাড়িত্ব অসহ্য, কেননা ঐ দুটোই মারামারি বাধায়। টিকিত্ব হিন্দুত্ব নয়, ওটা হয়তো পন্ডিত্ব।তেমনি দাড়ি ও ইসলামত্ব নয়, ওটা মোল্লাত্ব। এই দু 'ত্ব' মার্কা চুলের গোছা নিয়েই আজ এত চুলোচুলি। আজ যে মারামারিটা বেধেছে, সেটা ও এই পন্ডিত-মোল্লায় মারামারি, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি নয়। নারায়ণের গদা আর আল্লার তলোয়ারে কোন দিনই ঠোকাঠুকি বাঁধবে না, কারণ তাঁরা দুই জনেই এক, তাঁর এক হাতের অস্ত্র তাঁরই আর এক হাতের ওপর পড়বে না। তিনি সর্বনাম, সকল নাম গিয়ে মিশেছে ওঁর মধ্যে। এত মারামারির মধ্যে এই টুকুই ভরসার কথা যে, আল্লা ওর্ফে নারায়ণ হিন্দুও নন,মুসলমান ও নন। তাঁর টিকি ও নেই,দাড়ি ও নেই। একেবারে ক্লিন। টিকি-দাড়ির ওপর আমার এত আক্রোশ এই জন্য যে, এরা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষকে যে, তুই আলাদা আমি আলাদা। মানুষকে তার চিরন্তন রক্তের সম্পর্ক ভুলিয়ে দেয় এই বাইরের চিহ্নগুলো।

অবতার-পয়গম্বর কেউ বলেননি, আমি হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানের জন্য এসেছি, আমি ক্রীশ্চানের জন্য এসেছি। তাঁরা বলেছেন, আমরা মানুষের জন্য এসেছি- আলোর মত, সকল্যের জন্য। কিন্তু কৃষ্ণের ভক্তেরা বললে, কৃষ্ণ হিন্দুর, মুহম্মদের ভক্তেরা বললে, মুহম্মদ মুসলমানদের, খ্রীষ্টের শিষ্যেরা বললে, খ্রিষ্ট ক্রীশ্চানদের। কৃষ্ণ-মুহম্মদ-খ্রিষ্ট হয়ে উঠলেন জাতীয় সম্পত্তি। আর এই সম্পত্তিত্ব নিয়েই যতই বিপত্তি। আলো নিয়ে কখনো ঝগড়া করে না মানুষে, কিন্তু গরু-ছাগল নিয়ে করে। বেশ মনে আছে, ছেলেবেলায় আমরা সূর্য নিয়ে ঝগড়া করতাম। এ বলত আমাদের পাড়ার সূর্য বড়,ও বলত আমাদের পাড়ার সূর্য বড়। আমাদের গভীর বিশ্বাস ছিল, প্রত্যেক পাড়ায় আলাদা আলাদা সূর্য ওঠে। স্রষ্টা নিয়ে ও ঝগড়া চলছে সেই রকম। এ বলছে আমাদের আল্লা; ও বলছে আমাদের হরি। স্রষ্টা যেন গরু-ছাগল! আর তার বিচারের ভার পড়েছে জাষ্টিস সার আবদুর রহিম, পন্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতির ওপর। আর বিচারের ফল মেডিক্যাল কলেজ গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে।

নদীর পাশ দিয়ে চলতে যখন দেখি,একটা লোক ডুবে মরছে, মনের চিরন্তন মানুষটি তখন এ- প্রশ্ন করার অবসর দেয় না যে, লোকটা হিন্দু না মুসলমান। একজন মানুষ ডুবছে, এইটেই হয়ে ওঠে তার কাছে সবচেয়ে বড়, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীতে। হিন্দু যদি উদ্ধার করে দেখে লোকটা মুসলমান, বা মুসলমান যদি দেখে লোকটা হিন্দু- তার জন্য ত তার আত্নপ্রাসাদ এত টুকু ক্ষুণ্ন হয় না। তার মন বলে, *'আমি একজন মানুষকে বাঁচিয়েছি- আমারই মত একজন মানুষ কে।'* কিন্তু আজ দেখছি কি? ছোরা খেয়ে যখন খায়রু মিয়া পড়ল, আর তাকে যখন তুলতে গেল হালিম, তখন ভদ্র সম্প্রদায় হিন্দুরাই ছুটে আসলেন, *'মশাই করেন কি? মোচলমানকে তুলছেন। মরুক ব্যাটা'*। তারা 'অজাতশ্মশ্রু' হালিমকে দেখে চিনতে পারেনি যে সে মুসলমান। খায়রু মিয়ার দাড়ি ছিল। ছোরা খেয়ে যখন ভুজালি সিং পড়ল পথের উপর, তাকে তুলতে গিয়ে তুর্কিছাঁট-দাড়ি শশধর বাবুর ও ঐ অবস্থা।

মানুষ আজ পশুতে পরিণত হয়েছে, তাদের চিরন্তন আত্নীয়তা ভুলেছে। পশুর ন্যাজ গজিয়েছে ওদের মাথার উপর, ওদের সারা মুখে। ওরা মারছে লুঙ্গিকে, মারছে নেঙ্গোটিকে, মারছে টিকিকে, দাড়িকে। বাইরের চিহ্ন নিয়ে এই মূর্খদের মারামারির অবসান নেই? মানুষ কি এমনি অন্ধ হবে যে, সুনীতি বাবু হয়ে উঠবেন হিন্দু-সভার সেক্রেটারী এবং মুজিবুর রহমান সাহেব হবেন তঞ্জিম তবলিগের প্রেসিডেন্ট?

রাস্তায় যেতে যেতে দেখলাম, একটা বলদ যাচ্ছে, তার ন্যাজটা গেছে খসে। ওরই সাথে দেখলাম, আমার অতি বড় উদার বিলেত-ফেরত বন্ধুর মাথায় এক *য়্যাব্বড়* টিকি গজিয়েছে। মনে হল, পশুর ন্যাজ খসছে আর মানুষের গজাচ্ছে।

(সমাপ্ত)

নিউইয়র্ক ভিত্তিক সাপ্তাহিক ঠিকানা পত্রিকার ৯ই নভেম্বর ২০০১ সংখ্যায় প্রবন্ধটি 'হিন্দু-মুসলমান' শিরোনামে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। বর্তমান শিরোনাম লেখকেরই একটি কবিতার প্রথম লাইন থেকে নেয়া। আমার কাছে ' হিন্দু , না ওরা মুসলিম?' শিরোনামটি বিশেষভাবে হৃদয়গ্রাহী মনে হয়েছে।

- জাহেদ আহমদ (সংগ্রাহক)
anondomela@yahoo.com

Collected and typed using Bornosoft 2000 by Jahed Ahmed. English version of this article would be soon available at M-M.